সিঙ্গাপুরে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের বিজয় দিবস উদযাপন

সিঙ্গাপুরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ সিঙ্গাপুর শাখা। এ উপলক্ষে দেশটির মোস্তফা প্লাজায় শনিবার সিঙ্গাপুর সময় রাত ৮টায় এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি সরকার আল-আমিনের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মিল্টন আহম্মেদের সঞ্চালনায় বিজয় দিবসটি পালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো. আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক মো. আল মামুন ও সহ-সভাপতি এস এম জাকারিয়া ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এতে অংশ নেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিঙ্গাপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আলেক হোসেন । প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিঙ্গাপুর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মালেক হীরা।

উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর যুবলীগের সভাপতি কে এইচ আলামিন, সিঙ্গাপুর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জাকির হোসেন, সিঙ্গাপুর যুবলীগের সহ-সভাপতি ফজলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুন, টেম্পানিজ শাখার সভাপতি শফিকুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিকলীগ সিঙ্গাপুর শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. তাহাজ্জত হোসেন রাজু, দপ্তর সম্পাদক মো. আমিরুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জেপি তালাশ, সহ-সভাপতি মো. হাবিব আহমেদ, আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন সিঙ্গাপুর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহাদাত রাসেল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মিরাজ উদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ সিঙ্গাপুর শাখার সহ-সভাপতি মো. মহসিন আহমেদ ইউনুস, সহ-সভাপতি মো. লোকমান হোসেন ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রশিদুল ইসলাম রশিদ।

অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং শ্রমিক লীগসহ সকল সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
- সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিনিধি

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মার্কিন ডলার। একই পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিককে সাধারণ ফি বাবদ ১৭৫ মার্কিন ডলার এবং জরুরি পাসপোর্ট বাবদ ২২৫ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা দিতে হবে।
তবে বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এই ফি কমানো হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিক বা শিক্ষার্থীদের ৫ বছর মেয়াদি ৪৮ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে সাধারণ আবেদনে ৩০ মার্কিন ডলার ও জরুরি ক্ষেত্রে ৪৫ মার্কিন ডলার এবং ১০ বছর মেয়াদে ৫০ মার্কিন ডলার ও ৭৫ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে। ৬৪ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে এ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ বছরের জন্য ১৫০ ডলার ও ২০০ ডলার এবং ১০ বছরের জন্য ১৭৫ ডলার এবং ২২৫ ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা। তবে সাধারণ বসবাসকারী, শ্রমিক বা শিক্ষার্থীদের এসব ফির সঙ্গে দূতাবাস প্রদত্ত সারচার্জও যুক্ত হবে।
ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান জানান, ই-পাসপোর্ট নিয়ে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছি। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পরই ই-পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

পেঁয়াজের দাম বাড়ায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে এবার তা ভারতের কোথাও কোথাও ২০০ রুপি ছুঁতে চলেছে। পেঁয়াজ ইস্যুতে সরকারবিরোধীদের আক্রমণের মুখে অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার সেই ঝাঁজ গড়িয়েছে আদালতে।

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাশ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে বিহারের এক আদালতে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে। এতে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ‘প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার’ অভিযোগ আনা হয়েছে।

মুজ্জাফ্ফরপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে

□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□-□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□

□□□□□ : □□ □□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□œ□□□□□ □□□□□ ‘□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□’□ (□□□□□) □□□□□œ□□□□□□□i□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□’□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□’□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□, □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□□□ □□□□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ ‘□□□□□□□□□ □□□□□□□’ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□’□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□’ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□œ□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□’□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□’□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ ‘□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□’ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□, ‘□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□’
□□□□□’□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □¤□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□œ□□□□i □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

ভার্মা।

তিনি বলেন, ‘আজও পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, বাবরি মসজিদের নিচে কোনো মন্দির ছিল।’ তার মতে, ‘মসজিদের নিচে আসলে পুরনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল।’

ইতিপূর্বে বাবরি মসজিদ এলাকায় আরও বেশ কয়েকবার খনন হয়েছিল বলে জানান ভার্মা। প্রথমবার ১৮৬১ সালে খনন করেন এএসআই’র প্রথম মহাপরিচালক আলেক্সান্ডার কানিংহাম। খোড়াখুড়িতে তিনিও ধ্বংষাবশেষ পেয়েছিলেন। তবে সেগুলো কিছুটা বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য ও বিহার ধরনের। কিন্তু এ বিষয়ে তার রিপোর্টে কিছু উল্লেখ নেই।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো খনন করে বারানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতœতত্ত¡ বিভাগ। তারা তাদের রিপোর্টে জানায়, ওই এলাকায় প্রাগৈতিহাসকি ও মধ্যযুগেও মানববসতি ছিল। তবে মন্দির বিষয়ক কোনো কথা বলেননি তারা।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

৪০০০ বছরের পুরোনো রেসিপির পাঠোদ্ধার

হয়তো আপনি রন্ধনশিল্পী নন। রান্না-বান্নায় তত আগ্রহীও নন, কাজটাকে রীতিমতো ঝামেলা মনে করেন। তবে মাঝেমধ্যে অতিথি আপ্যায়নে বা কোনো খাবারের স্বাদ নিজের মতো করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হয়তো আপনার রাঁধতে মন চায়। আর সে ক্ষেত্রে আপনার সম্বল হচ্ছে রান্নার একেবারেই ছকবাঁধা সাধারণ কিছু জ্ঞান। অর্থাৎ, আপনি জানেন, চুলা জ্বেলে তাতে হাঁড়ি বসিয়ে রান্না শুরু করতে হয়। এমন রান্না জ্ঞান নিয়েও ভিন্ন ঘরানার কিছু রাঁধতে এখন আর আপনি অথই সাগরে পড়েন না। সেই দিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। কারণ আপনার হাতের নাগালে আছে অনলাইন রেসিপি।
এই আধুনিকতায় বড় একটি সীমাবদ্ধতা তো রয়েছেই। কিছু জিনিস

অনলাইনের কোটি কোটি রেসিপির মধ্যেও খুঁজে পাবেন না। যেমন ধরুন, কিছু রান্না আপনার মা দারুণ করেন। অন্যদের মতো একই উপাদান দিয়ে মা অমুক খাবারটি রাঁধেন। এরপর মা কী যেন একটা ঢালেন, এতে খাবারে চলে আসে অসাধারণ স্বাদ। ঠিক ওই স্বাদের খাবারটি তৈরিতে মায়ের সহায়তা আপনি নিতেই পারেন। যদি মা বেঁচে না থাকেন, আর সেই রান্না আপনি বা কেউ শিখে না রাখেন, তাহলে মায়ের সঙ্গে সেই খাবারের স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

এত উদাহরণ দেওয়ার একটাই কারণ—এমন কিছু বিশেষ রেসিপির কথা তুলে ধরা। এর একটি হলো ভেড়ার মাংসের পাতলা ঝোল। মূল রেসিপিতে যা যা লেখা আছে, এর সব নিয়ে রান্না শুরু করলেন। মাংস প্রস্তুত করা হয়েছে। পানি প্রস্তুত। খাঁটি দানাদার লবণ, যবের শুকনা কেক, পেঁয়াজ, পারস্যের বিশেষ পেঁয়াজ, দুধ, সব একত্র করে তাতে রসুন মাখালেন। তবে এর মধ্যে কী বাদ পড়ল, তা বাবুর্চির কাছ থেকে জেনে নেওয়া একদমই অসম্ভব। কারণ মূল রেসিপিটি যিনি লিখে গেছেন, তিনি চার হাজারের বেশি সময় আগে মারা গেছেন।

বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয়, রন্ধনবিষয়ক আন্তর্জাতিক পণ্ডিতেরা এই রেসিপির পাঠোদ্ধারের কাজ করছেন। একই সঙ্গে তাঁরা বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আরও তিনটি রেসিপি নিয়ে কাজ করছেন। এটা রন্ধনশালা সম্বন্ধীয় প্রত্নবিদ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির বেবিলন সভ্যতার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ট্যাবলেটের (তক্তায় খোদাই করে লেখা) পাঠোদ্ধার করে রান্নার স্বাদের মাধ্যমে ওই সংস্কৃতির রূপ বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। বেবিলন হচ্ছে প্রাচীন আক্কাদিয়ান ভাষার রাজ্য ও সাংস্কৃতিক এলাকা, যা কেন্দ্রীয় দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ঘিরে গড়ে ওঠে। ১৮৯৪ খ্রিষ্টপূর্বে আমোরীয় শাসিত রাজ্যটির আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে বেবিলনের ছোট প্রশাসনিক শহর ছিল। আর টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী দুটির মধ্যবর্তী এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ঐতিহাসিক মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অবস্থান ছিল। এখনকার ইরাকের বেশির ভাগ, কুয়েত, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল, তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এবং তুরস্ক-সিরিয়া এবং ইরান-ইরাক সীমান্তে এর অবস্থান। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রেসিপির পাঠোদ্ধারও হয়েছে।
প্রাকৃতিক ইতিহাসের ইয়েল পিবডি মিউজিয়ামের কাচের বাক্সে রাখা নরম মলাটের বইয়ের আকৃতির ট্যাবলেটগুলো দেখিয়ে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রাচীন এই সভ্যতা বিশেষজ্ঞ গোজকো বারজামোভিচ রেসিপিগুলো সম্পর্কে বলেন, এটা অনেকটা গান পুনর্গঠনের চেষ্টার মতো, কোনো একটি নোটের হেরফের থেকে পুরো বিষয়টি পাল্টে যাবে। তিনি ট্যাবলেটগুলো থেকে পাঠোদ্ধারের কাজ করছেন। চারটি ট্যাবলেটের মধ্যে তিনটি ১৭৩০ খ্রিষ্টপূর্বের এবং একটি এক হাজার

বছর আগের। সব ট্যাবলেটই বেবিলন ও আসিরিয়াসহ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের। পুরোনো তিনটি ট্যাবলেটে ২৫টি ঝোলযুক্ত খাবারের উপকরণসহ রেসিপি আছে। আরেকটিতে রয়েছে ১০টির বেশি রেসিপি। এগুলোতে রান্নার প্রক্রিয়া ও পরিবেশনের তথ্য আরও বিশদভাবে আছে। তবে সেগুলো অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পড়া যাচ্ছে না।

এই দলের সদস্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির খাদ্য রসায়নবিদ পিয়া সোরেনসেন বলেন, সেগুলো খুব বেশি তথ্যবহুল রেসিপি নয়। হয়তো চার লাইনের। ফলে অনেক বেশি অনুমানের সুযোগ রয়েছে। কাজ করতে গিয়ে যা বোঝা যাচ্ছে, খাবারগুলোতে ঝোলের মাত্রা বেশি। এটা স্যুপের মতো।
রেসিপিগুলো নিয়ে কর্মরত হার্ভার্ড সায়েন্স অ্যান্ড কুকিং ফেলো প্যাট্রিসিয়া জুরাদো গনজালেজ বলেন, খাদ্য উপাদানগুলো আজ এবং চার হাজার বছর আগের একই। মাংসের টুকরা মানে মাংসের টুকরাই। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একই প্রক্রিয়া। এখানে একটি বিজ্ঞান রয়েছে, সেটা চার হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনো তা আছে।

ইরাকের রন্ধশালাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং এ-বিষয়ক ইতিহাসবিদ নাওয়াল নাসরাল্লাহ বলেন, এটা খুব অবাক করা বিষয় যে, এখন ইরানের প্রধান খাবার যেটি তা হচ্ছে ঝোলের খাবার। এটা প্রাচীন সময়েও প্রধান খাবার ছিল। ইরাকে এটা এখন প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকে। ঝোলযুক্ত তরকারি, ভাত, সঙ্গে রুটি। এটি সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতো বিষয় যে, খাবারটি প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

আফগানিস্তানে মসজিদে হামলা, নিহত অন্তত ৬২

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নানগারহারে জুমার নামাজ চলাকালীন মসজিদে দুটি বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ৬২ মুসল্লি নিহত এবং আরও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ খোগানি এ হামলার খবর নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে,

নানগারহার প্রদেশের হাসকা মায়েনা জেলার জাও দারা নামক এলকায় মসজিদটি অবস্থিত। গভর্নরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মসজিদটির ভেতরে বিস্ফোরক পুতে এবং লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যখন মুসল্লিরা সবাই নামাজ আদায় করছিলেন তখন সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যারা আহত হয়েছেন তাদের অনেকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

নাঙ্গারহার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সোহরাব কাদেরি জানিয়েছেন, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিস্ফোরণের ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ এখনও বের করছে উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয়রা। গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ জানান, বিস্ফোরণে মসজিদের ছাদ ধসে পড়েছে।

দেশটিতে নিয়মিত হামলা চালানো আফগান তালেবান মসজিদে হামলার দায় স্বীকার করেনি। এছাড়া কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির মুখপাত্র সাদিক সিদ্দিকী টুইট বার্তায় এ হামলায় শোক প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হুঁশিয়ারি

সিরিয়ায় তুরস্কের হামলাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়া। এই হামলা বরদাশত করা হবে না বলেও জানিয়েছে দেশটি। সিরিয়ায় মস্কোর বিশেষ দূত আলেকজান্দ্রার লাভ্রেনতেভ বলেছেন, ‘এটা (তুরস্ক-সিরিয়া সংঘাত) একেবারেই অগ্রহণযোগ্য…অবশ্যই আমরা এটা বরদাশত করব না।’

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দিদের পক্ষে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের

যুদ্ধবিমান ও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার গানশিপ মোতায়েন করা হয়েছে। চুক্তি ভঙ্গ করা ওই সেনারা মার্কিন বাহিনীর জন্য হুমকি নয়।

সীমান্তে স্থল হামলায় তুর্কিদের প্রধান মিত্র সিরিয়ার সাবেক বিদ্রোহীরা। তারা সিরিয়ার অভ্যন্তরে ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকে পড়লেও রাস আল-আইনে কুর্দিদের শক্তিশালী প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে। ছবি: এএফপিকুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সকে (এসডিএফ) লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে তুর্কি সেনারা। ওই অঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) নির্মূলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে এসডিএফ। তবে তুরস্ক উল্টো এসডিএফকে জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে। তুরস্ক সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত ‘নিরাপদ এলাকা’ গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়ে সেখানে তুরস্কে অবস্থান নেওয়া সিরিয়ার শরণার্থীদের বড় একটি অংশকে পুনর্বাসনের কথা বলছে। তবে শরণার্থীদের অনেকেই কুর্দি না হওয়ায় তুরস্কের এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে কুর্দিরা জাতিগত নিধনের শিকার হতে পারে বলে সতর্ক করছেন সমালোচকেরা।

জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, তুরস্ক হামলা চালানোর পর সেখানে ডজন ডজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। কমপক্ষে ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

সূত্রঃ প্রথম আলো